পুস্তিকা নং: ১৩৩

রাজাদের হাড়

- তলোয়ারের হাজারো আঘাত ০৪
- কবরের আহ্বান ০৬
- আত্মার বেদনাদায়ক কথা ১০
- নেককার ব্যক্তির পরিচয় ১১
- কবরস্থান যিয়ারতের ১৬টি মাদানী ফুল ২১

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

রাজাদের হাড়(১)

শয়তান লক্ষ অলসতা দিলেও এই পুস্তিকাটি সম্পূর্ণ পড়ুন। اِنْ شَآءَ الله আপনি আপনার অন্তরে একটি মাদানী বিপ্লব সংঘটিত হতে অনুভব করবেন।

সুপারিশের সুসংবাদ

রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -ইরশদা করেন: যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন দরূদ শরীফ পাঠ করবে, আমি কিয়ামতের দিন তার জন্য সুপারিশ করব।

(জামউল জাওয়ামি লিস্ সুয়ূতী, খন্ড ৭, পৃষ্ঠা ১৯৯, হাদীস ২২৩৫২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বর্ণিত আছে যে, এক বাদশাহ শিকারের জন্য বের হয়েছিলেন কিন্তু জঙ্গলে তিনি তার সঙ্গীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। তিনি এক দুর্বল ও বিষন্ন যুবককে দেখলেন যে মানুষের হাড় উল্টেপাল্টে দেখছে। বাদশাহ

---

১. এই বয়ানটি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংঘঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর তিন দিনব্যাপী সুন্নাতে ভরা ইজতেমায় (বাবুল ইসলাম, সিন্ধু) ১, ২, ৩ সফরুল মুজাফফর ১৪২৪ হিজরী, মোতাবেক ২০০৩খ্রিষ্টাব্দ, রবিবারে সাহরায়ে মদীনা (বাবুল মদীনা, করাচী) -তে ইরশাদ করেছিলেন। যথেষ্ট সংশোধন ও সংযোজনের পর লিখিত আকারে পেশ করা হচ্ছে। - **মজলিসে মাকতাবাতুল মদীনা**

www.dawateislami.net

জিজ্ঞেস করলেন: তোমার এই অবস্থা কীভাবে হলো? আর এই জনশূন্য প্রান্তরে একা কী করছ? সে উত্তর দিল: আমার এই অবস্থা এই কারণে যে, আমার সামনে এক দীর্ঘ সফর রয়েছে। দুইটি বাহন (দিন ও রাতের রূপে) আমার পেছনে লেগে আছে এবং আমাকে ভয় দেখিয়ে সামনের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ, প্রতিটি দিন ও রাত যা অতিবাহিত হচ্ছে, তা আমাকে মৃত্যুর নিকটবর্তী করে দিচ্ছে। আমার সামনে রয়েছে সংকীর্ণ, অন্ধকার ও কষ্টভরা কবর। হায়।! পচে-গলে যাওয়ার জন্য শীঘ্রই আমাকে মাটির নিচে রেখে দেওয়া হবে। হায়! হায়! সেখানে সংকীর্ণতা ও পেরেশানী হবে, সেখানে আমাকে পোকামাকড়ের খাদ্য হতে হবে, আমার হাড়গুলো আলাদা হয়ে যাবে। আর এখানেই শেষ নয়, বরং এরপর কিয়ামত সংঘটিত হবে যা অত্যন্ত কঠিন পর্যায় হবে। জানি না এরপর আমার ঠিকানা জান্নাত হবে নাকি (আল্লাহর পানাহ!) জাহান্নামে যেতে হবে। তুমিই বলো, যে এতগুলো বিপদজনক পর্যায়ের সম্মুখীন হবে, সে কীভাবে আনন্দ উদযাপন করতে পারে?

এই কথাগুলো শুনে বাদশাহ দুঃখ ও বেদনায় বিহ্বল হয়ে ঘোড়া থেকে নামলেন এবং তার সামনে বসে আরজ করলেন: হে যুবক! তোমার কথাগুলো আমার সমস্ত শান্তি কেড়ে নিয়েছে এবং আমার হৃদয়কে গ্রাস করেছে। দয়া করে এই কথাগুলোর আরও একটু ব্যাখ্যা দাও! তখন সে বলল: আমার সামনে যে হাড়গুলো জমা করা আছে, সেগুলো দেখছ? এইসব এমন বাদশাহদের হাড়, যাদেরকে দুনিয়া তার চাকচিক্যে ডুবিয়ে ধোঁকায় ফেলে রেখেছিল। তারা নিজেরা তো মানুষের উপর শাসন করত,

www.dawateislami.net

কিন্তু উদাসীনতা তাদের অন্তরের উপর রাজত্ব করেছিল। এই লোকগুলো আখেরাত থেকে উদাসীন ছিল, যতক্ষণ না হঠাৎ তাদের কাছে মৃত্যু এসে গেল! তাদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণই থেকে গেল, নেয়ামতগুলো ছিনিয়ে নেওয়া হলো। কবরে তাদের শরীর পচে-গলে গেল এবং আজ অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় তাদের হাড়গুলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে। শীঘ্রই এই হাড়গুলোকে আবার জীবন দেওয়া হবে এবং তাদের শরীর পূর্ণ হয়ে যাবে। তারপর তাদের কর্মের প্রতিদান দেওয়া হবে। এবং এই নেয়ামতপূর্ণ ঘর জান্নাত অথবা আযাবপূর্ণ ঘর জাহান্নামে তারা প্রবেশ করবে। এতটুকু বলার পর সেই যুবক বাদশাহর চোখের আড়াল হয়ে গেল, আর জানা গেল না সে কোথায় গেছে! এদিকে খাদেমরা যখন খুঁজতে খুঁজতে পৌঁছাল, তখন বাদশাহর চেহারা ছিল বিষন্ন এবং তার চোখ থেকে অশ্রুর বন্যা বইছিল। রাত হলে বাদশাহ শাহী পোশাক খুলে ফেললেন এবং দুটি চাদর শরীরে জড়িয়ে ইবাদতের জন্য জঙ্গলের দিকে চলে গেলেন। তারপর তার আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি যে তিনি কোথায় গেছেন। **(রওজুর রিয়াহীন, পৃষ্ঠা ২০০)**

আল্লাহ পাকের তাদের সকলের উপর রহমত করুক এবং তাদের ওসিলায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা করুক।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই কাহিনীতে আখেরাতের সফরের দীর্ঘতা এবং তাতে আগত অবস্থার কী করুণ চিত্রই না তুলে ধরা হয়েছে। সেই রহস্যময় প্রচারক বাদশাহদের হাড় সামনে রেখে কবর ও হাশরের যে চিত্র তুলে ধরেছেন তা সত্যিই শিক্ষণীয়। কবর ও হাশরের ব্যাপারটি অত্যন্ত ভয়ংকর, কিন্তু তার আগে মৃত্যুর পর্যায়টিও অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক।

www.dawateislami.net

এতে রয়েছে জান কবজের কঠোরতা, মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام -কে দেখার ভয় এবং মন্দ পরিণতির আশঙ্কার মতো অত্যন্ত হুশ -হরণকারী বিষয়। যেমন–

কাঁটাযুক্ত ডাল

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা উমর ফারুক-ই-আ'যম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তাবেয়ী বুজুর্গ হযরত সায়্যিদুনা কা'ব আল-আহবার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ -কে বললেন: হে কা'ব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ! আমাদেরকে মৃত্যুর বিষয়ে কিছু বলুন! হযরত সায়্যিদুনা কা'ব আল-আহবার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরজ করলেন: মৃত্যু সেই ডালের মতো, যাতে অনেক কাঁটা আছে এবং তা কোনো ব্যক্তির পেটে প্রবেশ করানো হয়। যখন প্রতিটি কাঁটা এক-একটি শিরায় গেঁথে যায়, তখন কোনো টান দেওয়ার লোক যদি সেই ডালটি জোরে টানে, তবে সেই (কাঁটাযুক্ত ডাল) কিছু (মাংসের আঁশ ইত্যাদি) সাথে নিয়ে আসে এবং কিছু বাকি রেখে যায়। **(মুসন্নাফ ইবনে আবি শায়বা, খন্ড ৮, পৃঃ ৩১২, হাদিস: ১২২)**

তলোয়ারের হাজারো আঘাত

হযরত আলী মুরতাজা, শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم জিহাদের প্রতি উৎসাহ দিয়ে বলতেন, যদি তোমরা শহীদ না হও, তবে এমনিই মারা যাবে! সেই সত্তার কসম! যার কুদরতের হাতে আমার প্রাণ, তরবারির হাজারো আঘাতও আমার কাছে বিছানায় মৃত্যুবরণ করার চেয়ে সহজ। **(ইহয়াউল উলূম, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ২০৯)**

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

ভয়ংকর আকৃতি

একটি বর্ণনায় আছে যে, হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম খলীলুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام -কে বললেন: তুমি কি আমাকে সেই আকৃতি দেখাতে পারো, যেই রূপে তুমি কোনো পাপীর রূহ কবজ করো? মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام আরজ করলেন: আপনি عَلَيْهِ السَّلَام সহ্য করতে পারবেন না। হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম খলীলুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: কেন নয় (আমি দেখে নেব)। তিনি বললেন: তাহলে আপনি আমার থেকে একটু দূরে সরে যান। হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম খলীলুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام দূরে সরে গেলেন। তারপর যখন তিনি সেদিকে মনোনিবেশ করলেন, তখন দেখলেন, কালো কাপড়ে পরিহিত এক কৃষ্ণকায় ব্যক্তি, যার চুল দাড়ানো, শরীর থেকে দুর্গন্ধ আসছে এবং তার মুখ ও নাক থেকে আগুন ও ধোঁয়া বের হচ্ছে। (এই দৃশ্য দেখে) হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম খলীলুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। যখন হুঁশ ফিরল তখন মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام তার আসল রূপে ফিরে আসলেন। তিনি عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: হে মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام! মৃত্যুর সময় শুধু তোমার এই রূপ দেখাই পাপীর জন্য অনেক বড় আযাব। **(ইহয়াউল উলূম, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ২১০)**

মৃত্যুর রাজত্ব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মৃত্যুর ঝটকা এবং জান কবজের কঠোরতা সম্পর্কে জানার পরও আফসোস! আমরা এই দুনিয়াতে প্রশান্তির জীবনযাপন করছি। হায়!! আমাদের প্রতিটি নিঃশ্বাস যেন মৃত্যুর দিকে এক

www.dawateislami.net

একটি কদম এবং আমাদের দিন-রাত যেন মৃত্যুর দিকে এক-একটি মাইল। যে ব্যক্তি জীবনে যত বসন্তই উপভোগ করুক না কেন, তাকে মৃত্যুর শরতের সম্মুখীন হতেই হবে। যে ব্যক্তি যত আরাম-আয়েশের জীবনই কাটাক না কেন, মৃত্যু সমস্ত স্বাদকে শেষ করে দেবে। যে ব্যক্তি পরিবার-পরিজন এবং বন্ধু-বান্ধবের সমাগমে যত খুশিই হোক না কেন, মৃত্যু তাকে বিচ্ছেদের দুঃখ দেবেই। হায়! কত গর্বিত ও সম্মানিত ব্যক্তি মৃত্যুর হাতে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়েছে! কত অত্যাচারী শাসককে মৃত্যু তাদের উঁচু মহল থেকে বের করে কবরের অন্ধকার কুঠুরিতে নিক্ষেপ করেছে! কত কর্মকর্তাকে মৃত্যু তাদের বিশাল বাংলো থেকে তুলে নিয়ে কবরের সংকীর্ণতায় পৌঁছে দিয়েছে! কত মন্ত্রীকে বাংলোর ঝলমলে আলো থেকে কবরের অন্ধকারে স্থানান্তর করেছে! হায়!! মৃত্যুর কারণেই কত বর তাদের উচ্ছ্বসিত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সজ্জিত বাসরঘরে প্রবেশের পরিবর্তে পোকামাকড় ভরা সংকীর্ণ ও অন্ধকার কবরে চলে গেছে! না জানি কত যুবক বিয়ের আনন্দ উপভোগ করে নিজের যৌবনের বসন্ত দেখার আগেই মৃত্যুর শিকার হয়ে ভয়ংকর কবরে পৌঁছে গেছে।

বে ওয়াফা দুনিয়া পে মত কর ইতিবার-তু আচানক মউত কা হোগা শিকার
মউত আয়ি পাহলোয়া ভি চল দিয়ে-খুব সুরত নাওযোয়ান ভি চল দিয়ে
চল দিয়ে দুনিয়া সে সব শাহে গাদা- কোয়ি ভি দুনিয়া মে কব বাকী রাহা
তু খুশি কে ফুল লে গা কব তলক?
তু ইয়াহাঁ যিন্দা রাহে গা কব তলক?

(ওয়াসায়েলে বখশিশ পৃষ্ঠা ৭০৯, ৭১১)

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

বিরান মহল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পাপের উপর অটল থাকার কারণে যদি দুনিয়াও চলে যায় এবং দ্বীনও বরবাদ হয়ে যায়, তবে কী করবে! আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা পারা ১৭, সূরা হজ্জ-এর ৪৫ নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেন:

فَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَّ قَصْرٍ مَّشِيْدٍ

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং কত বস্তিই আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, যেহেতু তারা যালিম ছিল। সুতরাং এখন সেগুলো আপন ছাদ সমূহের উপর ধ্বসে পড়েছে এবং কত কূপ ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে আর কত প্লাস্টারকৃত প্রাসাদও।

কবরের অন্ধকার

হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ খুতবা দেওয়ার সময় বলতেন: কোথায় সেই সুন্দর চেহারার অধিকারীরা? কোথায় তারা যারা নিজেদের যৌবনের উপর গর্ব করত? কোথায় গেল সেই বাদশাহরা যারা বিশাল শহর নির্মাণ করিয়েছিল এবং সেগুলোকে মজবুত দুর্গ দ্বারা শক্তিশালী করেছিল? কোথায় চলে গেল সেই যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয়ীরা? নিঃসন্দেহে যুগ তাদের অপমানিত করেছে এবং এখন তারা কবরের অন্ধকারে পড়ে আছে। তাড়াতাড়ি করো! নেক কাজে অগ্রগামী হও! এবং নাজাত অন্বেষণ করো।

(কিতাবু যাম্মিদ দুনিয়া মা'আ মাওসূ'আ লি ইবনি আবিদ দুনিয়া, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৩৮, হাদীস ৪৬)

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" **(হাকিম)**

উদাসীনতার চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমানো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীক-ই-আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আমাদের কবরের অন্ধকারের অনুভূতি জাগিয়ে উদাসীনতার ঘুম থেকে জাগিয়ে দিচ্ছেন। মৃত্যুর তীব্রতা সহ্য করা, কবরের অন্ধকার, তার ভয়াবহতা, পোকামাকড় ও কেঁচোর খাদ্য হওয়া, হাড়ের পচে যাওয়া, কিয়ামত পর্যন্ত কবরে পড়ে থাকা এবং হাশর, হিসাব ও আমল–এই সমস্ত বিষয় জানার পরেও উদাসীনতার চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকা নিশ্চয়ই উদ্বেগের বিষয়।

উসমানের ক্রন্দন (رَضِیَ اللهُ عَنْهُ)

হযরত সায়্যিদুনা যুন-নূরাইন, জামি'উল কুরআন উসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ যখন কোনো কবরের কাছে দাঁড়াতেন, তখন এত কাঁদতেন যে তাঁর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ দাড়ি মুবারক ভিজে যেত। এ বিষয়ে তাকে رَضِیَ اللهُ عَنْهُ জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, আপনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনায় এত কাঁদেন না, কিন্তু যখন কোনো কবরের কাছে দাঁড়ান, তখন এত বেশি কাঁদেন কেন? এর কারণ কী? হযরত সায়্যিদুনা উসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বললেন: আমি সাইয়্যিদুল মুরসালীন, শাফী'উল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল 'আলামীন صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -কে বলতে শুনেছি যে, নিঃসন্দেহে আখেরাতের সর্বপ্রথম মনজিল হলো কবর। কবরবাসী যদি তা থেকে মুক্তি পায়, তবে এর পরের বিষয় সহজ হবে। আর যদি তা থেকে মুক্তি না পায়, তবে এর পরের বিষয় আরও কঠিন হবে। **(ইবনে মাজাহ, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৫০০, হাদীস ৪২৬৭)**

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" **(আব্দুর রাজ্জাক)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখেছেন আপনারা! আমাদের আকা উসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ -কে দুনিয়াতেই নবী করিম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর জবানে জান্নাতের সুসংবাদ পাওয়ার পরেও কতটা আল্লাহর ভয় থাকত! আর আমাদের অবস্থা হলো এই যে, আমাদের নিজেদের কোন ঠিকানা জানা নেই, এর পরেও আমরা গুনাহের কাদায় নিজেদের ডুবিয়ে দিচ্ছি এবং পাপের পাহাড় থাকা সত্ত্বেও খুশিতে দোল খাচ্ছি, আর কবরের বেদনাদায়ক আহ্বান থেকে সম্পূর্ণ উদাসীন।

কবরের আহ্বান

হযরত সায়্যিদুনা ফকীহ আবুল লাইস সমরকন্দী হানাফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন যে, কবর প্রতিদিন পাঁচবার এই আহ্বান করে: (১) হে আদম সন্তান! তুমি আমার পিঠের উপর চলো, অথচ আমার পেটই তোমার ঠিকানা। (২) হে আদম সন্তান! তুমি আমার উপর সুস্বাদু খাবার খাও, শীঘ্রই আমার পেটে তোমাকে পোকামাকড় খাবে। (৩) হে আদম সন্তান! তুমি আমার পিঠে হাসো, শীঘ্রই আমার ভেতরে এসে কাঁদবে। (৪) হে আদম সন্তান! তুমি আমার পিঠে আনন্দ করো, শীঘ্রই আমার ভেতরে ব্যাথিত হবে। (৫) তুমি আমার পিঠে গুনাহ করো, শীঘ্রই আমার পেটে আযাবে পতিত হবে। **(তানবীহুল গাফিলীন, পৃষ্ঠা ২৩)**

কবর রাওযানা ইয়ে কারতি হে পুকার - মুঝমে হে কিড়ে মাকুড়ে বে শুমার
ইয়াদ রাখ! মাই হু আন্ধেরী কোঠড়ি -তুঝকো হোগী মুঝমে মে সুন ওয়াহশত বড়ী
মেরে আন্দার তু আকেলা আয়ে গা- হা মগর আমাল লেতা আয়ে গা

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ পাক** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

তেরি তাকত তেরা ফন ওহদা তেরা - কুছ না কাম আয়েগা সারমায়া তেরা
দৌলতে দুনিয়া কে পিছে তু না জা- আখিরাত মে মাল কা হে কাম কিয়া
দিল সে দুনিয়া কি মহব্বত দূর কর- দিল নবী কে ইশক সে মামুর কর
লন্ডন ও প্যারিস কে সপ্নে ছোড় দে
ব্যাস মদীনেহি সে রিশতা জোড় লে

(ওয়াসায়েলে বখশিশ (মুরামিম), পৃষ্ঠা ৭০৯-৭১১)

আত্মার বেদনাদায়ক কথা

বর্ণিত আছে যে, যখন আত্মা শরীর থেকে পৃথক হয় এবং তার উপর সাত দিন অতিবাহিত হয়, তখন সে আল্লাহ পাকের দরবারে আরজ করে: হে রব আমাকে অনুমতি দিন যেন আমি আমার শরীরের অবস্থা জেনে আসতে পারি। তখন তাকে অনুমতি দেওয়া হয়। তারপর সে তার কবরের দিকে আসে, দূর থেকে দেখে এবং তার শরীরকে লক্ষ্য করে যে তা পরিবর্তিত হয়ে গেছে এবং তার নাক, মুখ, চোখ এবং কান থেকে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। সে তার শরীরকে বলে: "অতুলনীয় সৌন্দর্য ও রূপের পর এখন তুমি এই অবস্থায় আছো!" এই বলে সে চলে যায়। তারপর সাত দিন পর অনুমতি নিয়ে আবার কবরে আসে এবং দূর থেকে দেখে যে, মৃতের মুখের পানি রক্ত মিশ্রিত পুঁজ, চোখের পানি খাঁটি পুঁজ এবং নাকের পানি রক্ত হয়ে গেছে। তখন সে তাকে বলে: "এখন তো তুমি এই অবস্থায় পৌঁছে গেছ!" এই বলে সে উড়ে যায়। তারপর সাত দিন পর অনুমতি নিয়ে একইভাবে দূর থেকে দেখে, তখন অবস্থা এমন হয় যে, চোখের মণি গাল বেয়ে পড়েছে, পুঁজ কীটে পরিণত হয়েছে, কীট তার মুখ দিয়ে প্রবেশ

www.dawateislami.net

করে নাক দিয়ে বের হচ্ছে। তখন সে শরীরকে বলে: তুমি বহু নিয়ামতে পালিত হওয়ার পর এখন এই অবস্থায় পৌঁছেছ! **(আর-রওদুল ফা'ইক, পৃষ্ঠা ২৮৩)**

একজন নেককার ব্যক্তির পরিচয়

হযরত সায়্যিদুনা দাহহাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দুনিয়াত্যাগী কে? হুযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: যে ব্যক্তি কবর এবং পচে-গলে যাওয়াকে ভুলে না, দুনিয়ার চাকচিক্যকে ছেড়ে দেয়, ধ্বংস হয়ে যাওয়া জীবনের উপর বাকী থাকা জীবনকে প্রাধান্য দেয় এবং আগামী কালকে তার জীবনে গণনা করে না, এবং নিজেকে কবরবাসীদের মধ্যে পরিগণিত করে।

(মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ১২৭, হাদীস ১৭)

যেমন কর্ম তেমন ফল

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলতেন: নিঃসন্দেহে তোমরা সময়ের পরিবর্তনে আছো এবং মৃত্যু হঠাৎ করে এসে পড়বে। যে ব্যক্তি ভালোর বীজ বপন করেছে, শীঘ্রই সে আশার ফসল কাটবে এবং যে ব্যক্তি মন্দের চাষ করেছে, শীঘ্রই সে অনুশোচনার ফসল পাবে। প্রত্যেক চাষীর জন্য তার নিজেরই ফসল।

(আয-যুহদ লি আহমাদ বিন হাম্বল, পৃষ্ঠা ১৮৩, হাদীস ৮৮৯)

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" **(কানযুল উম্মাল)**

এখনই প্রস্তুতি নিয়ে নিন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সত্যিই বুদ্ধিমান তো সেই, যে মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণ করে নেক আমলের ভান্ডার একত্রিত করে নেয় এবং সুন্নাতের মাদানী চেরাগ কবরে সাথে নিয়ে যায়। এভাবে কবরের আলোর ব্যবস্থা করে নেয়, নতুবা কবর কখনো এই খেয়াল করবে না যে আমার ভেতরে কে এসেছে! আমীর হোক বা ফকীর, মন্ত্রী হোক বা তার উপদেষ্টা, শাসক হোক বা শাসিত, অফিসার হোক বা চাপরাশি, শেঠ হোক বা কর্মচারী, ডাক্তার হোক বা রোগী, ঠিকাদার হোক বা মজুর।

যদি কারো সাথে আখেরাতের পাথেয় কম থেকে যায়, নামাজ ইচ্ছা করে কাযা করে, রমজান শরীফের রোজা শরয়ী কারণ ছাড়া না রাখে, ফরজ হওয়া সত্ত্বেও যাকাত না দেয়, হজ ফরজ ছিল কিন্তু আদায় করেনি, শরয়ী সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও পর্দা না করে, পিতা-মাতার অবাধ্যতা করে, মিথ্যা, গীবত, চোগলখোরির অভ্যাস থাকে, ফিল্ম-ড্রামা দেখে, গান-বাজনা শোনে, দাড়ি মুণ্ডন করে বা এক মুষ্টির চেয়ে ছোট করে রাখে মোটকথা, গুনাহের বাজার গরম রাখে, তাহলে আল্লাহ পাক এবং তাঁর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসন্তুষ্টির কারণে আফসোস ও অনুশোচনা ছাড়া কিছুই হাতে আসবে না। পক্ষান্তরে, যে আল্লাহ তা'আলাকে রাজি করে নিয়েছে, যার অনেক তরিকা রয়েছে, যার মধ্যে একটি হলো, যে ব্যক্তি ফরজের পাশাপাশি নফল ইবাদতেরও পাবন্দী করেছে রমযানুল মুবারক ছাড়া নফল রোজা রেখেছে, অলিতে-গলিতে নেকীর দাওয়াতেরসাড়া জাগিয়েছে, কুরআন করীমের শিক্ষা শুধু নিজে অর্জন করেনি বরং

www.dawateislami.net

অন্যদেরকেও দিয়েছে, চৌরাস্তার দরস দিতে সংকোচ বোধ করেনি, ঘরে দরস চালু রেখেছে, সুন্নাতের প্রশিক্ষনের জন্য মাদানী কাফেলায় নিয়মিত সফর করার পাশাপাশি অন্যান্য মুসলমানদেরকেও এর প্রতি উৎসাহ দিয়েছে, প্রতিদিন মাদানী ইন'আমাতের পুস্তিকা পূরণ করে প্রতি মাদানী মাসের শুরুতে নিজ যিম্মাদারকে জমা করিয়েছে, আল্লাহ পাক এবং তাঁর প্রিয় রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর ফযল ও করমে ঈমান সালামত নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে, তাহলে اِنْ شَآءَ الله তার কবরে হাশর পর্যন্ত রহমতের দরিয়া ঢেউ মারতে থাকবে এবং নূরে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم - এর ঝর্ণা প্রবাহিত হতে থাকবে।

কবর মে লেহরাইঙ্গে তা হাঁশর চশমে নূর কে
জালওয়া ফরমা হোগী যব তালয়াত রাসূলুল্লাহ কি

(হাদায়েকে বখশিশ)

কিয়ামতের দৃশ্যপট

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হায়!! যখন জন্ম হয়েই গেছে, তখন তো মরতেও হবে। হায়! হায়! আমাদের মতো গুনাহগারদের কী হবে! মৃত্যুর কষ্ট এবং কবরে দীর্ঘকাল ধরে পচে-গলে থাকার উপরই শেষ নয়, কবর থেকে আবার উঠতে হবে এবং কিয়ামতেরও সম্মুখীন হতে হবে। কিয়ামতের দিন অত্যন্ত ভয়াবহ এবং এতে অনেক কঠিন ঘাট রয়েছে। কিয়ামতের ভয়ানক দৃশ্যের কল্পনা করার চেষ্টা করুন! হায়! হায়!! হায়!!! তারকারা ঝরে পড়বে এবং চাঁদ ও সূর্যের আলোহীন হওয়ার

www.dawateislami.net

কারণে ঘোর অন্ধকার ছেয়ে যাবে, কিন্তু আলো শেষ হওয়া সত্ত্বেও উত্তাপ থাকবে। হাশরের ময়দানের অধিবাসীরা এমন অবস্থায় থাকবে যে হঠাৎ আকাশ ফেটে যাবে এবং তার ফাটার শব্দ কতটা ভয়ানক হবে, তা কল্পনা করুন! পাহাড়গুলো ধূনিত তুলার মতো উড়তে থাকবে এবং মানুষ এমন হবে যেন ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পতঙ্গ। কেউ কারো খোঁজখবর নেবে না, ভাই ভাইয়ের সাথে চোখ মেলাবে না, বন্ধু বন্ধুর থেকে মুখ লুকাবে, পুত্র পিতার থেকে পিছু ছাড়াবে, স্বামী স্ত্রীকে দূরে ঠেলে দেবে এবং পুত্র মায়ের বোঝা উঠাবে না। মোটকথা, কেউ কারো কাজে আসবে না। শুনুন! শুনুন! অন্তরের কান দিয়ে শুনুন, ৩০তম পারার সূরা আল-ক্বারি'আ-তে কিয়ামতের এই চিত্র তুলে ধরা হয়েছে:

اَلْقَارِعَةُ ۙ﴿۱﴾ مَا الْقَارِعَةُ ۚ﴿۲﴾ وَمَاۤ
اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ؕ﴿۳﴾ يَوْمَ يَكُوْنُ
النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ۙ﴿۴﴾
وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ
الْمَنْفُوْشِ ؕ﴿۵﴾ فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ
مَوَازِيْنُهٗ ۙ﴿۶﴾ فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ
رَّاضِيَةٍ ؕ﴿۷﴾ وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ
مَوَازِيْنُهٗ ۙ﴿۸﴾ فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ؕ﴿۹﴾ وَمَاۤ
اَدْرٰىكَ مَا هِيَهْ ؕ﴿۱۰﴾ نَارٌ حَامِيَةٌ ۢ﴿۱۱﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: অন্তর প্রকম্পিতকারী। ঐ প্রকম্পিতকারী কি? তুমি কি জেনেছো প্রকম্পিতকারী কি? যেদিন মানুষ এমন হবে যেন বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো পতঙ্গসমূহ। এবং পর্বত সমূহ এমন হবে যেন বিধূনিত রুই। অতএব যার পাল্লা ভারী হবে। সে তো মনের মতো খুশির জীবনে থাকবে। এবং যার পাল্লা হাল্কা হবে। সে ধ্বংসকারি কোলে অবস্থান করবে। আর তুমি কি জানো ধ্বংসকারি কি? এক প্রজ্জ্বলিত আগুন।

www.dawateislami.net

স্নেহের সন্তানেরা কাজে আসবে না

হযরত সায়্যিদুনা ফুযাইল বিন ইয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন যে, কিয়ামতের দিন মা তার পুত্রের সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং বলবে: হে পুত্র! তুমি কি আমার গর্ভে ছিলে না? তুমি কি আমার দুধ পান করোনি? পুত্র আরজ করবে: হে আমার মা! কেন নয়। এর উপর মা বলবে: পুত্র! আমার গুনাহের বোঝা অনেক ভারী, এর থেকে শুধু একটি গুনাহ তুমি উঠিয়ে নাও। পুত্র বলবে: হে আমার মা! আমার থেকে দূরে চলে যাও, আমি নিজের চিন্তায় অস্থির, আমি তোমার বা অন্য কারো বোঝা উঠাতে পারব না। **(আর-রওদুল ফা'ইক, পৃষ্ঠা ১৫৫)**

ঘামে নিমজ্জিত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই কষ্টগুলো ছাড়াও, ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত থাকা এবং হিসাব ও নিকাশের কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে। সেখানে আরশের ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না, যা কেবল নৈকট্যপ্রাপ্তদেরই নসীব হবে। তারা ছাড়া বাকি লোকেরা সূর্যের গরমে কাতরাতে থাকবে, ভিড়ের কারণে একে অপরকে ধাক্কা দিতে থাকবে, গুনাহের অনুশোচনা, নিঃশ্বাসের উত্তাপ, সূর্যের তেজ এবং ভয় ও আতঙ্কের কারণে ঘাম প্রবাহিত হয়ে মাটিতে সত্তর গজ পর্যন্ত শোষিত হয়ে যাবে। তারপর মানুষের গুনাহ অনুযায়ী কারো গোড়ালি পর্যন্ত, কারো হাঁটু পর্যন্ত, কারো কোমর পর্যন্ত এবং কারো কাঁধ পর্যন্ত ঘাম উঠবে, আর কোনো দুর্ভাগা তো তাতে হাবুডুবু খেতে থাকবে। যেমন–

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" **(আল কওলুল বদী)**

কান পর্যন্ত ঘাম

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে উমর (رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ পাকের মাহবুব নবী, صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ৩০ পারার সূরা আল-মুতাফফিফীনের ষষ্ঠ আয়াত তিলাওয়াত করলেন: يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ **কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** যেদিন সকল মানুষ রাব্বুল আলামীনের দরবারে দন্ডায়মান হবে। তারপর বললেন: কিয়ামতের দিন কিছু লোকের ঘাম এত বেশি হবে যে তা তাদের অর্ধেক কান পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।

(বুখারী, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৫৫, হাদীস ৬৫৩১)

ঘামের লাগাম

একটি বর্ণনায় এভাবে আছে যে, নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: কিয়ামতের দিন সূর্য পৃথিবীর নিকটবর্তী হয়ে যাবে, তখন মানুষের ঘাম ঝরবে। কিছু লোকের ঘাম তাদের গোড়ালি পর্যন্ত, কিছু লোকের অর্ধেক পর্যন্ত, কিছু লোকের হাঁটু পর্যন্ত, কিছু লোকের উরু পর্যন্ত, কিছু লোকের কোমর পর্যন্ত, কিছু লোকের কাঁধ পর্যন্ত এবং কিছু লোকের গর্দান পর্যন্ত, আর কিছু লোকের মুখ পর্যন্ত পৌঁছাবে। তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের হাত মুবারক দ্বারা ইশারা করে বললেন যে, তা তাদের লাগাম পরিয়ে দেবে এবং কিছু লোককে ঘাম ঢেকে ফেলবে। আর তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের হাত মুবারক মাথার উপর রাখলেন।

(মুসনাদে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১৪৬, হাদীস ১৭৪৪৪)

www.dawateislami.net

দৃষ্টিপাত করবেন না

সরকারে মদীনা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ৩০ পারার সূরা আল-মুতাফফিফীনের ষষ্ঠ আয়াত তিলাওয়াত করলেন: يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ **কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** যেদিন সকল মানুষ রাব্বুল আলামীনের দরবারে দন্ডায়মান হবে। তারপর বললেন: তোমাদের কী অবস্থা হবে, যখন আল্লাহ পাক তোমাদের সবাইকে ৫০ হাজার বছর ব্যাপী (অর্থাৎ কিয়ামতের) দিনে একত্রিত করবেন, যেমনভাবে তূণীরে তীর একত্রিত করা হয়, তারপর তোমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না।

(আল-মুসতাদরাক লিল-হাকিম, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৭৯০, হাদীস ৮৭৪৭)

পঞ্চাশ হাজার বছর ধরে দাঁড়ানো থাকবে

হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: তোমাদের সেই দিন সম্পর্কে কী ধারণা, যখন মানুষ পঞ্চাশ হাজার বছরের পরিমাণে নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে থাকবে! তাতে এক লোকমা খাবারও পাবে না এবং এক ফোঁটা পানিও মিলবে না। এমনকি যখন পিপাসায় তাদের গর্দান ঝুলে পড়বে এবং ক্ষুধায় তাদের পেট জ্বলতে থাকবে, তখন তাদের জাহান্নামের দিকে নিয়ে গিয়ে ফুটন্ত পানি পান করানো হবে। ক্লান্ত হয়ে একে অপরের সাথে কথা বলবে: এসো! আল্লাহ পাকের দরবারে কারো কাছে সুপারিশের জন্য অনুরোধ করি। এভাবে তারা আম্বিয়া-ই-কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام -এর দিকে মুখ করবে, কিন্তু তারা যে নবীর عَلَيْهِ السَّلَام দরবারে উপস্থিত হবে, তিনি বলবেন: "আমাকে আমার অবস্থায় ছেড়ে দাও! আমার

www.dawateislami.net

নিজের ব্যাপারই আমাকে অন্যদের থেকে মুক্ত করে দিয়েছে।" এবং তারা অভিযোগ পেশ করবে যে, আল্লাহ তা'আলা আজ এমন কঠিন রাগান্বিত হয়েছেন, যা এর আগে কখনো হননি, এবং পরেও কখনো হবেন এমনকি, নবিয়ে রহমত, শফী'-ই-উম্মত صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, যাঁকে অনুমতি দেওয়া হবে, তিনি সুপারিশ করবেন। **(ইহয়াউল উলূম, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ২৭৩)**

কেহেঙ্গে আউর নবী ইযহাবু ইলা গাইরি
মেরে হুযুর কে লব পর আনা লাহা হো গা। **(যাওকে না'ত)**

শাস্তি কীভাবে সহ্য হবে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কিয়ামতের ভয়াবহতা এবং হাশরবাসীর কষ্টের এ তো কেবল এক ঝলক। আর এই পেরেশানিগুলো হিসাব-নিকাশ এবং জাহান্নামের আযাবের পূর্বের। একটু চিন্তা করে দেখুন তো, আজ যদি সামান্য গরম বেড়ে যায়, তবে আমরা ছটফট করতে থাকি। যদি বিদ্যুৎ চলে যায়, তবে অন্ধকারে আমাদের উপর ভয় ছেয়ে যায়। এক বেলার খাবারে দেরি হলে আমরা ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ি। তীব্র পিপাসায় পানি না পেলে আমরা কাতরাতে থাকি। গ্রীষ্মকালে যদি বাতাস বন্ধ হয়ে যায়, তবে আমরা অস্থির হয়ে পড়ি। সূর্যের তাপে অতিরিক্ত ঘাম হলে আমরা ছটফট করতে থাকি। ট্র্যাফিক জ্যাম হলে আমরা বিরক্ত হয়ে যাই। চোখে যদি এক কণা ধুলো পড়ে যায়, তবে আমরা অস্থির হয়ে যাই। বাবা ধমক দিলে আমরা মারত্নক ভাবে লজ্জিত হয়ে যাই। শিক্ষক বকা দিলে আমরা ভয়ে কুঁকড়ে যাই।হায়! হায়! হায়!! যদি নামায কাযা করার কারণে আগুনের

www.dawateislami.net

আযাব দেওয়া হয়, রমজানুল মুবারকের রোযা ত্যাগ করার কারণে যদি ক্ষুধা-পিপাসা চাপিয়ে দেওয়া হয় যাকাত না দেওয়ার কারণে যদি জ্বলন্ত মুদ্রা দিয়ে শরীরে দাগ দেওয়া হয়, বদনজর করার কারণে যদি চোখে আগুন ভরে দেওয়া হয়, মানুষের গোপন কথা, গান-বাজনা, গীবত, নোংরা চুটকি ইত্যাদি শোনার কারণে যদি কানে গলানো সীসা ঢেলে দেওয়া হয়, পিতা-মাতার অবাধ্যতা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার কারণে যদি আযাবে নিপতিত করে দেওয়া হয়, তবে আমরা কী করব? এখনও সময় আছে, মেনে নিন। কিয়ামতের আরাম এবং প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর সুপারিশ লাভের জন্য সত্যিকার দিয়ে গুনাহ থেকে তওবা করে নিন।

কারলে তাওবা রব কি রহমত হে বড়ী
কবর মে ওয়ারনা সাজা হোগি কাড়ি

কিয়ামতে স্বস্তি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কিয়ামতের ৫০ হাজার বছরের দিনে যেখানে কাফেররা অসহনীয় কষ্টের সম্মুখীন হবে, সেখানে মু'মিনদের উপর রহমতের বৃষ্টি বর্ষিত হতে থাকবে। যেমন সরকারে মদীনা, সরুরে ক্বালব ও সীনা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর ফরমান রয়েছে: সেই পবিত্র সত্তার কসম, যার কুদরতের হাতে আমার প্রাণ, কিয়ামতের দিন মু'মিনের জন্য এমন সহজ হবে, এমনকি দুনিয়ায় ফরজ নামায আদায় করার চেয়েও কম সময় মনে হবে। **(মুসনাদে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৫১, হাদীস ১১৭১৭)**

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি এভাবেই উদাসীনতা পূর্ণ জীবন কাটিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে ফেলি এবং গুনাহের কারণে আল্লাহ পাক এবং তাঁর প্রিয় রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অসন্তুষ্ট হয়ে যান এবং যদি ঈমান বরবাদ হয়ে যায়, তবে খোদার কসম! কঠিন অনুশোচনা হবে। শুনুন! শুনুন! ৩০তম পারার সূরা আন-নাযি'আত-এর ৩৪ থেকে ৪১ নম্বর আয়াতে বলা হচ্ছে:

فَاِذَا جَآءَتِ الطَّآمَّةُ
الْكُبْرٰى ﴿۳۴﴾ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ
الْاِنْسَانُ مَا سَعٰى ﴿۳۵﴾ وَبُرِّزَتِ
الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَّرٰى ﴿۳۶﴾ فَاَمَّا مَنْ
طَغٰى ﴿۳۷﴾ وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا
﴿۳۸﴾ فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَاْوٰى ﴿۳۹﴾
وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَ
نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ﴿۴۰﴾
فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى ﴿۴۱﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: তারপর যখন এসে পড়বে সেই সাধারণ বিপদ, যা[১] সর্বাধিক ভয়ংকর।, সেদিন মানুষ স্মরণ করবে যা[২] প্রচেষ্টা করেছিলো। এবং জাহান্নামকে প্রতিটি প্রত্যক্ষকারীর সামনে প্রকাশ করা হবে। অতঃপর যে ব্যাক্তি[৩] অবাধ্যতা প্রকাশ করেছে। এবং পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছে সুতরাং নিশ্চয় জাহান্নামই তার ঠিকানা। আর সেই ব্যাক্তি, যে আপন প্রতিপালকের সামনে দাড়াবার ভয় করেছে এবং নাফসকে[৪] (মন) কুপ্রবৃত্তি থেকে বিরত রেখেছে।, তবে নিঃসন্দেহে জান্নাতই তার ঠিকানা।

১. অর্থাৎ যখন দিতীয়বার শিঙ্গায় ফুক দেওয়া হবে তখন মানুষদেরকে কবর থেকে উঠানো হবে।
২. অর্থাৎ দুনিয়াতে যা মন্দ কাজ ও ভালো কাজ করেছিল সেগুলো স্মরন করবে।
৩. অর্থাৎ সীমা অতিক্রম করল এবং কুফরী অবলম্বন করল।
৪. হারাম জিনিস থেকে।

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

ইয়া রব্বুল মুস্তফা আমাদের মৃত্যু, কবর ও হাশরের প্রস্তুতির তৌফিক দিন, আমাদের ঈমান সালামত রাখুন এবং জান কবজের সময় স্বস্তি দিন, মৃত্যুর যন্ত্রনাতে আপনার প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর দর্শন নসীব করুন। اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

নাজা কি ওয়াক্ত মুঝে জালওয়ায়ে মাহবুব দিখা
তেরা কিয়া যায়ে গা শাদে মারুঙ্গা ইয়া রব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার সাথে সাথে সুন্নাতের ফযিলত এবং কিছু সুন্নাত ও আদব বর্ণনা করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুওয়াত صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ফরমান হলো: যে আমার সুন্নাতকে ভালোবাসল, সে আমাকে ভালোবাসল; আর যে আমাকে ভালোবাসল, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।

(ইবনে আসাকির, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ৩৪৩)

সীনা তেরি সুন্নাত কা মদীনা বনে আকা
জান্নাত মে পড়োসি মুঝে তুম আপনা বানা না

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কবরস্থান যিয়ারতের ১৬টি মাদানী ফুল

❁ নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর মহান ফরমান হলো: আমি তোমাদের কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, কিন্তু এখন তোমরা কবর যিয়ারত করো, কারণ এটি দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহ সৃষ্টি

www.dawateislami.net

করে এবং আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। **(ইবনে মাজাহ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৫২, হাদীস ১৫৭১)** ۞ মুসলিমদের কবর যিয়ারত করা সুন্নাত এবং আউলিয়া-ই-কিরাম ও শুহাদা-ই-ইযাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام -এর মাজার যিয়ারত করা সৌভাগ্যের এবং তাদের জন্য ঈসালে সওয়াব করা মুস্তাহাব (অর্থাৎ পছন্দনীয়) ও সওয়াবের কাজ। **(ফতোয়ায়ে রযভিয়্যাহ, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ৫৩২)** ۞ কোনো ওলীআল্লাহর মাজার শরীফ বা কোনো মুসলমানের কবর যিয়ারত করতে চাইলে মুস্তাহাব হলো, প্রথমে নিজ ঘরে (মাকরুহবীহিন সময়ে) দুই রাকাত নফল নামায পড়বে। প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর একবার আয়াতুল কুরসী এবং তিনবার সূরা ইখলাস পড়বে। এই নামাযের সওয়াব কবরবাসীকে পৌঁছাবে। আল্লাহ তা'আলা সেই মৃত ব্যক্তির কবরে নূর সৃষ্টি করবেন এবং এই (সওয়াব পৌঁছানো) ব্যক্তিকে অনেক বেশি সওয়াব দান করবেন। **(আলমগিরী, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৩৫০)** ۞ মাজার শরীফ বা কবর যিয়ারতের জন্য যাওয়ার পথে ফালতু কথায় ব্যস্ত থাকবে না। **(প্রাগুক্ত)** ۞ কবরকে চুম্বন করবে না, কবরে হাতও লাগাবে না, বরং কবর থেকে কিছু দূরে দাঁড়িয়ে থাকবে। **(ফতোয়ায়ে রযভিয়্যাহ, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ৫২২, ৫২৬)** ۞ কবরকে সিজদা-ই-তা'যীমী করা হারাম এবং যদি ইবাদতের নিয়তে হয়, তবে কুফর। **(প্রাগুক্ত, খণ্ড ২২, পৃষ্ঠা ৪২৩)** ۞ কবরস্থানে সেই সাধারণ রাস্তা দিয়ে যাবে, যেখানে অতীতে কখনো মুসলমানদের কবর ছিল না। যে রাস্তা নতুন তৈরি করা হয়েছে, সে পথে চলবে না। 'রদ্দুল মুহতার'-এ আছে: (কবরস্থানে কবরগুলো সমতল করে) যে নতুন রাস্তা বের করা হয়েছে, সে পথে চলা হারাম; বরং নতুন রাস্তার শুধু ধারনা হলেও সে পথে চলা নাজায়েয ও গুনাহ। **(রদ্দুল মুহতার, খণ্ড ১,**

www.dawateislami.net

পৃষ্ঠা ৬১২) ۞ অনেক আউলিয়ার মাজারে দেখা যায় যে, যিয়ারতকারীদের সুবিধার জন্য মুসলমানদের কবরগুলো ভেঙে সমতল করে দেওয়া হয়। এমন সমতলে বসা, শোয়া, দাঁড়ানো চলা, দাঁড়ানো, তিলাওয়াত ও যিকর-আযকারের জন্য বসা ইত্যাদি হারাম। দূর থেকেই ফাতিহা পড়ে নিন। **(ফতোয়ায়ে রযভিয়্যাহ, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ৫৩২)** ۞ কবর যিয়ারত মৃতের মুখোমুখি (অর্থাৎ চেহারার সামনে) দাঁড়িয়ে করতে হবে এবং মৃতের পায়ের দিক থেকে যাবে, যাতে তার দৃষ্টির সামনে থাকে; মাথার দিক থেকে আসবে না, যাতে তাকে মাথা তুলে দেখতে না হয়। **(আলমগিরী, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৩৫০)** ۞ কবরস্থানে এমনভাবে দাঁড়াবে, যেন কিবলার দিকে পিঠ এবং কবরবাসীদের চেহারার দিকে মুখ থাকে। এরপর বলবে:

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ اَنْتُمْ لَنَا سَلَفٌ وَنَحْنُ بِالْاَثَرِ۔

অনুবাদ: হে কবরবাসীগণ! তোমাদের উপর সালাম। আল্লাহ পাক আমাদের ও তোমাদের ক্ষমা করুক। তোমরা আমাদের অগ্রগামী এবং আমরা তোমাদের অনুগামী। **(আলমগীরি, খন্ড ৫, পৃঃ ৩৫০)** ۞ যে ব্যক্তি কবরস্থানে প্রবেশ করে এই দু'আ বলবে:

اَللّٰهُمَّ رَبَّ الْاَجْسَادِ الْبَالِيَةِ، وَالْعِظَامِ النَّخِرَةِ، الَّتِيْ خَرَجَتْ مِنَ الدُّنْيَا وَهِيَ بِكَ مُؤْمِنَةٌ،

اَدْخِلْ عَلَيْهَا رَوْحًا مِّنْ عِنْدِكَ وَسَلَامًا مِّنِّيْ۔

অনুবাদ: হে আল্লাহপাক! (হে) গলে যাওয়া শরীর ও পচে যাওয়া হাড়ের রব! যারা দুনিয়া থেকে ঈমানের অবস্থায় বিদায় নিয়েছে, তাদের উপর তোমার পক্ষ থেকে রহমত এবং আমার পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছাও।

www.dawateislami.net

তাহলে হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام থেকে শুরু করে ঐ সময় পর্যন্ত যত মু'মিন মৃত্যুবরণ করেছে, সকলেই তার (অর্থাৎ দু'আ পাঠকারীর) জন্য মাগফিরাতের দু'আ করবে। **(মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ২৫৭)** ۞ শফী-ই-মুজরিমীন صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর ফরমান হলো: যে ব্যক্তি কবরস্থানে প্রবেশ করে সূরা ফাতিহা, সূরা ইখলাস এবং সূরা তাকাছুর পাঠ করে এই দু'আ করে: 'ইয়া আল্লাহপাক! আমি যা কিছু কুরআন পড়েছি, তার সওয়াব এই কবরস্থানের মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদের কাছে পৌঁছাও।' তাহলে সেই সমস্ত মু'মিন কিয়ামতের দিন তার (অর্থাৎ ঈসালে সওয়াবকারীর) জন্য সুপারিশকারী হবে। **(শারহুস সুদুর, পৃষ্ঠা ৩১১)** ۞ হাদীস শরীফে আছে: "যে ব্যক্তি এগারো বার সূরা ইখলাস অর্থাৎ قُلْ هُوَ اللهُ اَحَد (সম্পূর্ণ সূরা) পড়ে তার সওয়াব মৃতদের কাছে পৌঁছায়, তবে মৃতদের সংখ্যার সমান তাকে (অর্থাৎ ঈসালে সওয়াবকারীকে) সওয়াব দেওয়া হবে।" **(দুররে মুখতার, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৮৩)** ۞ কবরের উপর আগরবাতি জ্বালানো উচিত নয়, এতে (অর্থাৎ বেয়াদবি) এবং (অশুভ লক্ষণ) রয়েছে। হ্যাঁ, যদি (উপস্থিতদের) সুগন্ধি (পৌঁছানোর) জন্য লাগাতে চান, তবে কবরের কাছে খালি জায়গায় লাগান, কারণ সুগন্ধি পৌঁছানো (অর্থাৎ পছন্দনীয়)। **(ফতোয়ায়ে রযভিয়্যাহ, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ৪৮২, ৫২৫** ملخصاً**)** ۞ আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه অন্য এক জায়গায় বলেন: সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আমর ইবনুল 'আস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, তিনি মৃত্যুকালে নিজের পুত্রকে বলেছিলেন: "আমি যখন মারা যাব, তখন আমার সাথে কোনো বিলাপকারিণী যেন না যায় এবং আগুনও যেন না থাকে।" কবরে বাতি বা মোমবাতি ইত্যাদি রাখবে না, কারণ এটি আগুন। হ্যাঁ, রাতে

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" **(হাকিম)**

পথচারীদের জন্য আলোর প্রয়োজন হলে, কবরের এক পাশে খালি জমিতে মোমবাতি বা বাতি রাখতে পারো। **(মুসলিম, পৃষ্ঠা ৭৫, হাদীস ১৯২)**

হাজারো সুন্নাত শেখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত দুটি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠার কিতাব **"বাহারে শরীয়ত, অংশ ১৬"** এবং (২) ১২০ পৃষ্ঠার কিতাব **"সুন্নাতেঁ আওর আদাব"** হাদিয়া দিয়ে নিন এবং পড়ুন।

সুন্নাতের প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হলো দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

লুটনে রহমাতি কাফেলে মে চলো
শিখনে সুন্নাতি কাফেলে মে চলো
হোগি হাল মুশকিলে কাফেলে মে চলো
খতম হো শামাতেঁ কাফেলে মে চলো

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

এই পুস্তিকাটি পড়ার পর সাওয়াবের নিয়্যতে অন্য কাউকে দিয়ে দিন

মদীনার ভালবাসা, জান্নাতুল বাক্বী, ক্ষমা ও বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফিরদাউসে **প্রিয় নবী** ﷺ *এর প্রতিবেশী হওয়ার প্রত্যাশী।*

রবিউল আউয়াল ১৪৩৮হিঃ
ডিসেম্বর ২০১৬ সাল

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি

কিতাব	প্রকাশনী	কিতাব	প্রকাশনী
কুরআন করীম	****	আর-রওদুল ফা'ইক	কোয়েটা
বুখারী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	ইহয়াউল উলূম	দার সাদির, বৈরুত
মুসলিম	দার ইবনে হাযম, বৈরুত	তানবীহুল গাফিলীন	দারুল কিতাবিল আরাবী, বৈরুত
ইবনে মাজাহ	দারুল মা'রিফাহ, বৈরুত	রওযুর রিয়াহীন	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
মুসনাদে ইমাম আহমাদ	দারুল ফিকর, বৈরুত	শারহুস সুদূর	মারকাযে আহলে সুন্নাত বারাকাত-ই-রযা, হিন্দ
মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা	দারুল ফিকর, বৈরুত	দুররে মুখতার	দারুল মা'রিফাহ, বৈরুত
মুসতাদরাক	দারুল মা'রিফাহ, বৈরুত	রদ্দুল মুহতার	দারুল মা'রিফাহ, বৈরুত
কিতাবু যাম্মিদ দুনিয়া	আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, বৈরুত	আলমগিরী	দারুল ফিকর, বৈরুত
ইবনে আসাকির	দারুল ফিকর, বৈরুত	ফতোয়ায়ে রযভিয়্যাহ	রযা ফাউন্ডেশন, মারকাযুল আউলিয়া, লাহোর
জাম'উল জাওয়ামি'	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	হাদায়েকে বখশিশ শরীফ	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচী
আয-যুহদ	দারুল গাদিল জাদীদ, আল-মানসূরা, মিসর	ওয়াসাইল-ই-বখশিশ (মুরামিম)	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচী

www.dawateislami.net

সূচিপত্র

সুপারিশের সুসংবাদ ১
কাঁটাযুক্ত ডাল ৪
তলোয়ারের হাজারো আঘাত ৪
ভয়ংকর আকৃতি ৫
মৃত্যুর রাজত্ব ৫
বিরান মহল ৭
কবরের অন্ধকার ৭
উদাসীনতার চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমানো ৮
উসমানের ক্রন্দন (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ) ৮
কবরের আহ্বান ৯
আত্মার বেদনাদায়ক কথা ১০
একজন নেককার ব্যক্তির পরিচয় ১১
যেমন কর্ম তেমন ফল ১১
এখনই প্রস্তুতি নিয়ে নিন ১২
কিয়ামতের দৃশ্যপট ১৩
স্নেহের সন্তানেরা কাজে আসবে না ১৫
ঘামে নিমজ্জিত ১৫
কান পর্যন্ত ঘাম ১৬
ঘামের লাগাম ১৬
দৃষ্টিপাত করবেন না ১৭
পঞ্চাশ হাজার বছর ধরে দাঁড়ানো থাকবে ১৭
শাস্তি কীভাবে সহ্য হবে? ১৮
কিয়ামতে স্বস্তি ১৯
কবরস্থান যিয়ারতের ১৬টি মাদানী ফুল ২১
তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি ২৬

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কবর থেকে মৃত ব্যক্তির হাড় বের হতে শুরু করল!

নবী করীম ﷺ-এর বাণী: "মৃত ব্যক্তির হাড় ভাঙা গুনাহের দিক থেকে জীবিত ব্যক্তির হাড় ভাঙার মতোই।" (ইবনে মাজাহ, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ২৭৮, হাদিস: ১৬১৭)

'ফাতাওয়ায়ে রযভিয়া'-তে বর্ণিত হয়েছে: **প্রশ্ন:** যদি কোনো পুরনো কবর কোনো কারণে ক্ষয়ে যায়, অর্থাৎ এর মাটি সরে যায় এবং মৃত ব্যক্তির হাড় ইত্যাদি দৃশ্যমান হতে শুরু করে, তবে এমতাবস্থায় কবরে মাটি দেওয়া কি জায়েজ? **উত্তর:** "এমন অবস্থায় কবরে মাটি দেওয়া কেবল জায়েজই নয়, বরং ওয়াজিব; কারণ 'সতরে মুসলিম' (অর্থাৎ একজন মুসলমানের গোপনীয়তা রক্ষা করা) আবশ্যক।"

(ফাতাওয়া রাজাভিয়া, খণ্ড: ৯, পৃষ্ঠা: ৪০৩, সংক্ষেপিত)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net